যুগান্তর

তারিখ ...23 AUG 2013...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা দ্বন্দ্ব

দেশের অন্তত পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করার খবর পাওয়া গেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যে, কোথাও বিবদমান মালিকরা বিভক্ত হয়ে পৃথক ক্যাম্পাস চালাচ্ছেন, আবার কোথাও মূল মালিককে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম থেকে একেবারেই বের করে দেয়া হয়েছে। মালিকানার এ দ্বন্দ্বে শিক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠিত হলেও এ বিষয়ে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিষয়টি উদ্বেগজনক। শিক্ষার্থীরা এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়া করলেও অর্জিত সনদ তাদের কর্মজীবনে কোনো কাজে আসছে না। এটা মেনে নেয়া কষ্টকর। জানা গেছে, বিবদমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বারবার তাগিদ দিয়েও সফল হয়নি সরকার। মালিকরা সরকারের এ তাগিদকে আমলেই নেননি। তারা বরং ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে হাত করে নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। বিষয়টি আশ্চর্যজনক বৈকি। দেশে বেসরকারি মালিকানায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের হিড়িক দেখে মনে হতে পারে, জাতিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সবাই উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা। এসব প্রতিষ্ঠানে প্যাকেজ আওতায় জাতিকে জ্ঞান বিতরণের কাজ চলে। জ্ঞানার্জনের উপায়, পদ্ধতি ও পরিবেশ যাই হোক না কেন, অভিভাবকের পকেটে যথেষ্ট টাকা না থাকলে সেখানে ছাত্রত্ব অর্জন করা যায় না। ইউরোপ-আমেরিকার অনুকরণে গালভরা নানা নামের সেমিস্টার আর কোর্সের আড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে মোটা অংকের টাকা। কোনো কারণে যদি কেউ চলতি মাসের বেতন প্রদানে অক্ষম হয়, তাহলে পরের মাসে তাকে বকেয়া বেতনের বিপরীতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদান করে সমুদয় দায় পরিশোধ করতে হয়।

দেশে পাসের হার বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। তবে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এরই সুযোগ নিয়ে অনেকেই কোচিং সেন্টারের আদলে বহুতল ভবনের একটি বা দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বাণিজ্যের পসরা খুলে বসেছে। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলো স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে পাঠদানের সদিচ্ছা এখন পর্যন্ত দেখায়নি। মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় মানে হাজার-বারোশ' বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট কয়েকটি ক্লাসরুম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা অনেক ব্যাপক। নিজস্ব ক্যাম্পাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, পাঠাগার ও গবেষণাগারসহ সমন্বিত পাঠদানের জন্য আনুষঙ্গিক যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা দরকার। অথচ অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে না আছে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষক, না আছে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ। মানদণ্ডের বিচারে অনুপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সরকার কঠোরতার পরিচয় দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করবে, এটাই প্রত্যাশা।